নূরুল ইসলাম

শারঈ ইমারত

(প্রবন্ধ সংকলন)

অনুবাদ

নূরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

শারঈ ইমারত

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫৮
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الإمارة الشرعية

(الترجمة البنغالية للمقالات الأربعة فى الأردية)

المترجم : نور الإسلام

المراجعة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
যিলক্বদ ১৪৩৭ হি./শ্রাবণ ১৪২৩ বাং/আগষ্ট ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

Shar`ii Imarat (Compilation of four Urdu articles on Islamic leadership). Translated into Bengali by Nurul Islam, Edited by : **Prof. Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

বিচ্ছিন্ন জনগণ যখন একক লক্ষ্যে একক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাকে জনশক্তি বা সংগঠন বলা হয়। দাওয়াত এককভাবে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সংগঠন ব্যতীত সমাজ পরিবর্তন ও দ্বীন কায়েম সহজ হয় না। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কা থেকে বিতাড়িত হন, তখন পার্শ্ববর্তী হিতাকাংখী বাদশাহ নাজাশীর দেশে হিজরত না করে আল্লাহ্র হুকুমে ইয়াছরিববাসীদের নিকট হিজরত করেন। কারণ আগেই সেখানকার কিছু যুবক হজ্জের মৌসুমে মক্কায় এসে তাঁর নিকট আনুগত্যের বায়‘আত নিয়েছিলেন। অতঃপর সেখানে গিয়েই তিনি ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ বাস্তবায়নে সক্ষম হন। রাসূল (ছাঃ) মাক্কী জীবনের ১৩ বছর দুর্বল ও নির্যাতিত ছিলেন। অতঃপর মাদানী জীবনের ১০ বছর সবল ও বিজয়ী ছিলেন। কিন্তু উভয় জীবনে তিনি আনুগত্য পাওয়ার হকদার ছিলেন।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ যাত্রা শুরু করেছিল। আজও তার মুরব্বী সংগঠন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ এবং তার অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ একই লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সকল কর্ম আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনি সবকিছু দেখছেন এবং তাঁর কাছেই আমরা উত্তম বিনিময় কামনা করি।

বস্তুতঃ লক্ষ্যের ঋজুতা, অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও নেতা-কর্মীদের অবিরত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন ঐসব মুমিনকে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়’ *(ছফ ৬১/৪)*। এতে পরিষ্কার যে, জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত সমাজ সংশোধন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। আর তা পরিচালিত হবে একজন আমীরের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের’ *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘যে ব্যক্তি (আমীরের নিকট থেকে) আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার (মুক্তির জন্য) কোন দলীল (ওযর) থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আনুগত্যের বায়‘আত নেই, সে জাহেলী (পথভ্রষ্ট) হালতে মৃত্যু বরণ করল’ *(মুসলিম হা/১৮৫১)*।

শয়তানের বিরামহীন ওয়াসওয়াসার মধ্যে এই নিখাদ আন্দোলনে কর্মীদের টিকে থাকার জন্য স্রেফ আল্লাহ্র নামে বায়‘আতবদ্ধ হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর ছেলেদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন পথ খুঁজে পাননি *(ইউসুফ ১২/৬৬)*। একইভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর অনুসারীদের নিকট থেকে কেবল জান্নাতের বিনিময়ে আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করতেন। কারণ এখানে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ থাকেনা। আর আল্লাহ মুমিনের জান-মাল সবকিছু জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নেন’ *(তওবা ৯/১১০)*।

এই ইমারতের অধীন কর্মীগণ জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানতে আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। যাকে বায়‘আত বলা হয়। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করল, তারা আল্লাহ্র নিকটেই বায়‘আত করল। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ শীঘ্র তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’ *(ফাৎহ ৪৮/১০)*। উক্ত বায়‘আত ও অঙ্গীকার যিনি পূর্ণ করেন, আল্লাহ তাকে পরকালীন সফলতার সুসংবাদ দান করেছেন। আর সেটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(তওবা ৯/১১০)*। যা দুনিয়াবী বিজয়ের শর্তাধীন নয়।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র নেতৃত্ব ও আনুগত্য রয়েছে। যা ব্যতীত সবই অচল। সেই সাথে রয়েছে আনুগত্যের বিশ্বস্ততার জন্য শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা। রয়েছে শপথ ভঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা। তেমনি সুশৃংখলভাবে সংগঠন পরিচালনা ও সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালনের স্বার্থে রয়েছে আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণের ব্যবস্থা। যা সাধারণ

অঙ্গীকারের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী।

উল্লেখ্য যে, সফরের বা তিনজনের আমীর এবং সংগঠনের আমীর এক নয় এবং সেখানে বায়‘আত গ্রহণ যরূরী নয়। কারণ এগুলি ক্ষুদ্র পরিসরে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও সেখানে আনুগত্য আবশ্যক। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ করেছেন’ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/৩৯০)*।

অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়া ও বৃহত্তর সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের জন্য আমীরের নিকট আনুগত্যের বায়‘আত গ্রহণ করা আবশ্যক। যা ফিরক্বা নাজিয়াহ গঠনে সহায়ক হয়। এ আনুগত্যে নেকী লাভ হয় এবং অবাধ্যতা গোনাহের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’ *(বুখারী হা/৭১৩১; মুসলিম হা/১৮৩৫ (৩৩)*। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে’ *(বনু ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। বস্তুতঃ আনুগত্যহীন সংগঠন ইসলামে কাম্য নয়।

আলোচ্য বইটি উক্ত লক্ষ্যে সহায়ক মনে করে আমরা তা অনুবাদ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই সাথে ‘ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি’ বইটি এবং ‘থিসিস’ গ্রন্থের ‘ইমামত ও ইমারত-এর মাসআলা’ অনুচ্ছেদটি (৩৬৫-৩৬৭ পৃ.) টীকা সহ পাঠ করার জন্য সুধী পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল।

বইটি ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে প্রথম আমাদের হাতে আসে। এতে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ চারজন আহলেহাদীছ আলেমের লিখিত চারটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ

বিভাগে আমাদের তৎকালীন ছাত্র ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'কর্মী' (বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য) শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম-কে দিয়ে ঐ সময় অনুবাদ করাই। কিন্তু দীর্ঘ ২৭ বছর পর ছাপতে গিয়ে সেই পাণ্ডুলিপিটি আর খুঁজে না পাওয়ায় গবেষণা সহকারী স্নেহাস্পদ ছাত্র নূরুল ইসলাম-কে দিয়ে পুনরায় বইটি অনুবাদ করাই এবং সম্পাদনা করি। যা মাসিক আত-তাহরীক-এর ফেব্রুয়ারী'১৬ থেকে মে'১৬ পর্যন্ত পরপর চার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমরা উভয় অনুবাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া অন্যান্য মূল্যবান বই সমূহ বাংলায় অনুবাদের জন্য সবাইকে 'লিল্লাহ' এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে বিচ্ছিন্ন ঈমানদার সমাজ যাতে দ্রুত ঈমানী নেতৃত্বের অধীনে জামা'আতবদ্ধ হয়ে সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত হয়, আল্লাহ্র নিকট সেই প্রার্থনা করি।

গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন -আমীন!

বিনীত

নওদাপাড়া, রাজশাহী

পরিচালক

৮ই আগষ্ট ২০১৬ সোমবার

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

১. শারঈ ইমারত

মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী[১]

ফিৎনাসমূহের আত্মপ্রকাশ :

প্রিয় মহোদয়গণ! বিশ্বের মুসলমানরা বর্তমানে নানাবিধ ফিৎনা-ফাসাদে নিমজ্জিত রয়েছে। আপনি যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন তাহ'লে বহু মাযহাবী, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফিৎনা আপনার নযরে আসবে। যেগুলো এই সময় মুসলমানদের উপরে চেপে বসে আছে। যদিও

---

১. প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের হিছার যেলার গঙ্গা গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ও পিতা উভয়ে আলেম ছিলেন। পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীসের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে তিনি ফিরোযপুর যেলার লাক্ষৌতে যান। সেখানে মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ লাক্ষাবীর কাছে ফুনূনের কিতাব সমূহ এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবীর কাছে তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ফারেগ হওয়ার পর নিজ গ্রামে পাঠদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতেন। দেশ বিভাগের পূর্বে 'আখবারে মুহাম্মাদী' (দিল্লী), 'তানযীমে আহলেহাদীছ' (রোপাড়), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হ'ত। 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ ৪০-এর অধিক কিস্তিতে সমাপ্ত হয়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় আহলেহাদীছ মাসলাকের বিরুদ্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জবাবে প্রবন্ধ লিখতেন। অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'আল-ফাক্বীহ' পত্রিকায় ফাইয়ায নামে এক ব্যক্তি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালালে তিনি 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় ২৭ কিস্তিতে তার বিস্তারিত জবাব দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনি ভাল বক্তা ও মুনাযির ছিলেন। 'সুলতানুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের সম্রাট) খ্যাত মাওলানা আব্দুল কাদের রোপড়ীর (১৯১৫-১৯৯৯) সাথে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫-টায় বুরেওয়ালায় মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মাওলানার প্রবন্ধ ও ফৎওয়াগুলো 'ফাতাওয়া হিছারিয়াহ ও মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ' নামে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। তন্মধ্যে 'আছলী আহলে সুন্নাত' (আসল আহলে সুন্নাত) অন্যতম *(মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী, ফাতাওয়া হিছারিয়াহ ওয়া মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ, সংকলনে : মাওলানা ইবরাহীম খলীল (লাহোর : মাকতাবা আছহাবুল হাদীছ, ২০১২), পৃঃ ৬-৩৩)*।

এটি আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ফলশ্রুতি। তিনি বলেছিলেন, سَتَكُوْنُ فِتَنٌ 'অচিরেই ফিৎনা সমূহ সৃষ্টি হবে'।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভাগারা ঐ শাস্তি পাচ্ছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যেক ঐ জাতি পেয়ে থাকে, যারা কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার মর্ম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে টাল-বাহানা করে।

এখন এই শাস্তি থেকে যদি মুসলমানরা বাঁচতে চায়, তাহ'লে তার একটি মাত্র উপায় রয়েছে যে, তারা ঐ বুনিয়াদী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, যার কারণে তাদের উপরে এই ফিৎনা চেপে বসেছে। আর সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে যার জন্য তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি কুরআন ও হাদীছ থেকে বিমুখ হ'তে থাকে, তাহ'লে অন্য যেকোন উপায় অবলম্বন করে দেখুক এবং এটা বিশ্বাস করে নিক যে, কোন একটি ফিৎনার দুয়ারও রুদ্ধ হবে না। বরং প্রত্যেক নিত্য নতুন প্রচেষ্টা আরো বহু ফিৎনার জন্ম দিবে এবং তারা কখনো সফলকাম হবে না।

ফিৎনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় :

ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করতে গিয়ে সে সব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[৩] এটিই হ'ল ফিৎনার শারঈ প্রতিকার। উম্মাহ্র বিচক্ষণ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেটি বর্ণনা করেছেন। যার গুণ এই যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَى– 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। বরং তাকে যা প্রত্যাদেশ করা হয় তিনি তাই বলেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

সুতরাং এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিকার। যার উপর আমল করা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য ফরয। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, ঐ ব্যক্তিই ফিৎনা ও

---

২. বুখারী হা/৩৬০১; মুসলিম হা/২৮৮৬; মিশকাত হা/৫৩৮৪।
৩. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।

পথভ্রষ্টতা হ'তে নিরাপদ থাকবে যে ব্যক্তি একজন শারঈ আমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

আমীর নিয়োগ :

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এই আয়াতে তিন ব্যক্তির আনুগত্য করার নির্দেশ রয়েছে। ১. আল্লাহ্র ২. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর এবং ৩. আমীরে জামা'আতের। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের আনুগত্যকে আমীরে জামা'আতের আনুগত্যের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي- 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৪]

---

৪. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِي 'যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল' *(মুসলিম হা/১৮৩৫)*। এখানে 'আমার আমীর' বলার মাধ্যমে যেমন আমীরের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর পদাংক অনুসরণকারী ব্যক্তিই যে মুমিনদের আমীর হ'তে পারেন, সেটিও বুঝা যায়। তবে বাধ্যগত অবস্থায় ফাসেক শাসকের আনুগত্য করা যাবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ 'তোমরা তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র নিকটে চাও' *(বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। -*(সম্পাদক)*।

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা আমীরের আনুগত্য করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। আর এই শারঈ মূলনীতি বিদ্বানগণের নিকট স্বীকৃত যে, مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ‘যে বস্তু ব্যতীত কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটিও ওয়াজিব’।[৫] এজন্য আমীর নির্ধারণ করা ওয়াজিব। কেননা আমীর নির্ধারণ না করলে আমীরের আনুগত্য বাস্তবতা লাভ করতে পারে না। যেটি স্পষ্ট।

আমীর ব্যতীত জীবনযাপন করা নিষিদ্ধ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ– আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, তাদের মধ্যে একজনকে ‘আমীর’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’।[৬]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, কোন স্থানেই আমীর বিহীন জীবন যাপন ও বসবাস করা বৈধ নয়। সেকারণ সব জায়গার মানুষের জন্য আমীরের অধীনে জীবন যাপন করা ওয়াজিব।

সফরেও আমীর নির্ধারণ করা যরূরী :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন তারা ‘আমীর’ নিযুক্ত করে নেয়’।[৭]

উপরোক্ত হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা যতই কম হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক সফরে বা বাড়ীতে, লোকালয়ে বা জঙ্গলে সাময়িকভাবে হৌক বা স্থায়ীভাবে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর আবশ্যিক হ’ল,

৫. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/২৪৫ ‘ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ।
৬. আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।
৭. আবুদাঊদ হা/২৬০৮; ছহীহাহ হা/১৩২২।

নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্ধারণ করা। শহরে-নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে যেখানে বসতি বেশী রয়েছে, সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটি ওয়াজিব।

আমীর নিযুক্ত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ- رَوَاهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার কোন আমীরে জামা'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হল'।[৮] একই রাবী হ'তে ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৯] মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি আমীর বিহীন মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[১০]

ইসলাম-পূর্ব যুগের নাম 'জাহেলী যুগ'। সে যুগে সবাই স্বাধীন ও প্রবৃত্তির পূজারী ছিল এবং শিরক, কুফর ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ

---

৮. হাকেম হা/২৫৯, হাদীছ ছহীহ।

৯. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।
ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার খেলাফতকালে (৬০-৬৪ হি.) ৬৩ হিজরীর শেষে হার্রাহ যুদ্ধকালে (يَوْمُ الْحَرَّةِ) মদীনার বিদ্রোহী দলের কুরায়েশ নেতা আব্দুল্লাহ বিন মুত্বী'-এর নিকট গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) একথা বলেন। পূর্ণ হাদীছটি হ'ল, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً- 'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার (মুক্তির জন্য) কোন দলীল (ওযর) থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার গর্দানে আমীরের আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলী (পথভ্রষ্ট) হালতে মৃত্যু বরণ করল' *(মুসলিম হা/১৮৫১)*। -*(সম্পাদক)*।

১০. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৯১০; আহমাদ হা/১৬৯২২; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১০৫৭, সনদ হাসান।

সম্পর্কে অবগত তাদের কোন পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশক ছিল না। যার অধীনে থেকে তারা হেদায়াত লাভ করত। অনুরূপভাবে বর্তমানে মানুষ স্বাধীন ও প্রবৃত্তির দাস এবং তারা ইমামের অধীনে জীবন যাপন করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমাম বা আমীর নির্ধারণ করবে না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।

যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন, তখন তিনি ইসলাম ধর্মকে জগদ্বাসীর সম্মুখে পেশ করেন। অতঃপর যারা সেই ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে সুসংগঠিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ থেকে শুরু করে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুহাদ্দেছীন পর্যন্তও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অতঃপর মানুষ স্বাধীন হয়ে যায়। বিশেষ করে যেখানে অনৈসলামী সরকার ছিল, সেখানে মানুষ সে পদ্ধতির উপর চলে স্বাধীন হয়ে যায় এবং স্রেফ দুনিয়াবী সরকারকে যথেষ্ট মনে করে জীবন যাপন করে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে তারা বেপরওয়া হয়ে যায়। ব্যস, এটাই হ'ল জাহেলিয়াত। যা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

সকাল ও সন্ধ্যার পূর্বে ইমাম বানাও :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَنَامَ نَوْماً وَلاَ يُصْبِحَ صَبَاحًا إِلاَّ وَعَلَيْهِ إِمَامٌ فَلْيَفْعَلْ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ক্ষমতা রাখে যে, সে ঘুমাবে না এবং সকাল করবে না এ অবস্থায় ব্যতীত যে, তার একজন নেতা থাকবে। তবে সে যেন তা করে'।[১১]

অত্র হাদীছ দ্বারা দ্রুত আমীর নির্বাচনের বিধান স্পষ্ট হয়। এজন্য যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন, তখন ছাহাবায়ে কেরাম দ্রুত নেতা নির্বাচনের জন্য সচেষ্ট হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর গোসল ও কাফন-দাফন

---

১১. ইবনু আসাকির ৩৬/৩৯৬; আহমাদ হা/১১২৬৫। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর দ্রুত খলীফা নির্বাচনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/৬৮৩০, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৪৭-৫২ পৃ.)*। -*(সম্পাদক)*।

প্রভৃতি ঐ সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখেন, যতক্ষণ না আমীর নির্বাচন করা হয়। অতঃপর যখন আমীর নিযুক্ত হয়ে যান, তখন সবাই তাঁর অধীনে সব কাজ আঞ্জাম দেন। যদি দ্রুত আমীর নির্ধারণ করা যরূরী না হ'ত, তাহ'লে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হ'ত। 'সুতরাং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো' *(হাশর ৫৯/২)*।

আমীর ছাড়া ইসলাম নেই :

ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[১২] হাদীছটি হুকুমগতভাবে মারফূ। এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, জামা'আত ছাড়া ইসলাম কিছুই নয় এবং আমীর ব্যতীত জামা'আত কায়েম হ'তে পারে না। যার ফল এটাই যে, আমীর ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আমীর ছাড়া মানুষ বল্গাহীন হয়ে নিজের প্রবৃত্তির গোলামীতে ও শয়তানী পথে চলতে শুরু করবে এবং সবাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঐক্য ও শৃংখলা কায়েম থাকবে না। আর এটাই হ'ল জাহেলিয়াত। যা ইসলামের বিপরীত।

নিম্নস্তরের আমীরেরও আনুগত্য করো :

হযরত উম্মুল হুছাইন (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভাষণ দিতে শুনেছি, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا– 'যদি তোমাদের

---

১২. দারেমী হা/২৫১, সনদ যঈফ। তবে এ মর্মে ছহীহ মরফূ হাদীছ সমূহ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। তিনি বলেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। আর আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না, এটা অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জামা'আতে ছালাতের ইমাম যার বাস্তব প্রমাণ। -*(সম্পাদক)*।

উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[১৩] এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আমীরের আনুগত্য করা ফরয। আর ঐ ব্যক্তির আমীর হওয়া উচিত যিনি কুরআন ও হাদীছের আলেম হবেন এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করতে পারবেন।

জামা'আতী যিন্দেগীর হুকুম :

সকল মুসলমানের উপরে ফরয হ'ল, তারা পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করবে। ফিরক্বা-ফিরক্বা ও দলে দলে বিভক্ত হবে না। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। আর এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না এবং জামা'আতী যিন্দেগী হয় না। এজন্য আমীর থাকা যরূরী। সুতরাং প্রথমে আমীর নির্বাচন করো, অতঃপর তাঁর অধীনে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করো।

সভাপতি বানানো :

কিছু লোক ব্রিটিশ ও পার্থিব নিয়ম-নীতির প্রতি খেয়াল করে নিজেদের আঞ্জুমান (সংগঠন), জমঈয়ত বা কমিটি গঠন করার সময় তাদের মধ্য থেকে কোন বড় ব্যক্তিকে ছদর বা সভাপতি নির্বাচন করে থাকেন। যদি অমুসলিম হিন্দু, ইহূদী, খ্রিষ্টান ও অন্যেরা এটা করে, তাহ'লে সেটাকে তাদের রীতি বলা হবে। এটা ইসলামের রীতি হবে না। যদি মুসলমান এমনটা করে তাহ'লে এটা শারঈ পদ্ধতির বিপরীত হবে। কেননা ইসলামী শরী'আত ইমারতের ধারাবাহিকতা কায়েম করেছে। আমীর ও মামূর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীছে এসেছে, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা

১৩. মুসলিম হা/১২৯৮, ১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

তাতে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত'।[১৪] এজন্য ইমারত শরী'আতসম্মত এবং সভাপতি অগ্রহণযোগ্য। তিনটি স্বর্ণযুগে সভাপতির আদলে কোন সংগঠন কায়েম হয়নি। এটা অমুসলিমদের রীতি। হাদীছে এসেছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا 'যে অন্যদের (অমুসলিমদের) রীতি অনুযায়ী আমল করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৫]

মতভেদ ও দলবাজি থেকে বাঁচো :

আহলে কিতাবদের রীতি-নীতির অনুসরণ থেকেও কুরআন আমাদেরকে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। এই শাস্তি ঐ লোকদেরও হবে যারা আহলে কিতাবদের মতো দলে দলে বিভক্ত হচ্ছে। অতএব সকল আহলেহাদীছের উপরে এটা আবশ্যক যে, অনৈক্য, হিংসা-অহংকার ও মতভেদ থেকে বেঁচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং শারঈ পদ্ধতিতে জামা'আতী নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করুক। তারা জামা'আতকে অস্বীকারকারী ও পরিত্যাগকারী হয়ে আমলকারীদের উপর অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরক্বাগুলির মতো দোষারোপকারী না হোক।

সুতরাং মতভেদের সময়ও সত্যের মানদণ্ড হিসাবে সেটাকেই সামনে রাখতে হবে আহলেহাদীছ আলেমগণ অন্য ফিরক্বাগুলোকে যাচাইয়ের সময় যেটা রেখেছিলেন। অর্থাৎ ফিরক্বা নাজিয়াহ ওটাই, যেটা مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

১৪. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।

১৫. যঈফাহ হা/৪০৫৭। সনদ যঈফ হ'লেও একই মর্মে ছহীহ হাদীছে এসেছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তবে ছোট্ট পরিসরে একজনকে সাময়িকভাবে সভাপতি বানিয়ে সভা পরিচালনা করা দোষের নয়। যেমন সফরে সাময়িকভাবে একজনকে নেতা নির্বাচন করা হয়। -*(সম্পাদক)*।

(আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি)-এর অনুকূলে রয়েছে।[১৬] অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দল সেটাই, যেটা ঐ তরীকার উপরে চলে, যার উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ চলেছেন। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ইমারতের উপরে আমল করে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাদের সর্বসম্মত আমল এটাই ছিল। ইমারতে শারঈর পদ্ধতি ছেড়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা জাতীয় সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠন নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাধীন পদ্ধতিতে কায়েম করা হ'লে সেটা তিনটি স্বর্ণযুগের বিপরীত হবে।

ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে দাওয়াত :

আমরা আন্তরিকভাবে আহলেহাদীছ ভাইদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'এসো তোমরা সবাই ঐ কথায় একমত হয়ে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান' *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। তা এই যে, মুমিন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 'ইক্বামতে দ্বীন' *(শূরা ৪২/১৩)* বিশুদ্ধ ইমারতের পদ্ধতিতে জামা'আতবদ্ধ হয়ে পূর্ণ করা। আমাদের সবার উচিত হ'ল, ইক্বামতে দ্বীন তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করা। আর সম্মিলিত শক্তি সংগঠনের মাধ্যমে হয়। আর সংগঠন ইমারতবিহীন হ'তে পারে না। এজন্য ইমারত কায়েম করা যরূরী। ইমারতবিহীন অন্যান্য দ্বীনী বিষয়সমূহ যেমন দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন), ওয়ায ও তাবলীগ পরিপূর্ণ নয়।

হাদীছে এসেছে, لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ 'আমীর অথবা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ব্যতীত অন্য

---

১৬. আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মত বনু ইস্রাঈলের অবস্থা প্রাপ্ত হবে। তারা ৭২ ফিরক্বায় বিভক্ত হয়েছিল, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي 'আর আমার উম্মত ৭৩ ফিরক্বায় বিভক্ত হবে। প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে, একটি ফিরক্বা ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, সে ফিরক্বা কোনটি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যে তরীকার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ রয়েছি, সেই তরীকার যারা অনুসারী হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৪৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/১৪৯২)*। -*(সম্পাদক)*।

কেউ ওয়ায-বক্তৃতা করে না'।[১৭] এভাবেই হবে বিবদমান সকল বিষয়ে ফায়ছালা। যেমন এরশাদ হয়েছে, لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إِلاَّ أَمِيرٌ 'আমীর ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ মীমাংসা করে না'...।[১৮] আমীর ব্যতীত অন্যান্য রীতি-পদ্ধতি ও পঞ্চায়েত সমূহের ফায়ছালাগুলো শরী'আতসম্মত ফায়ছালা নয় বলে গণ্য হবে। এভাবে ছালাত এবং যাকাত আদায়ও ইমাম ও আমীরের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যায় কাজ থেকে নিষেধও আমীরের অধীনে সম্পাদিত হবে। হজ্জও আমীরের নির্দেশে হবে। যুদ্ধ-জিহাদের অবস্থা এলে সেটিও আমীরের মাধ্যমে করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়'।[১৯]

মোটকথা, সামর্থ্য অনুযায়ী আমীরের কাজ অনেক। আর এর উপরেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। এজন্য আমীর নির্বাচন করা অনেক বড় ফরয। এটা পরিত্যাগ করে বর্তমানে মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের চরিত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমল করা থেকে বিরত হচ্ছে। বনু

---

১৭. আবুদাঊদ হা/৩৬৬৫, হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/২৪০ 'ইলম' অধ্যায়। ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় এসেছে, مُرَاءٍ অর্থাৎ 'রিয়াকার' ব্যক্তি যার কথায় ও কাজে কোন নেকী নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৫৩)*। -*(সম্পাদক)*।

১৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০৮, সনদ যঈফ। কথাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নয়। বরং হযরত আলী (রাঃ)-এর। পূর্ণ হাদীছটি হ'ল, قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إِلاَّ أَمِيرٌ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا الْبَرُّ فَكَيْفَ بِالْفَاجِرِ؟ قَالَ: إِنَّ الْفَاجِرَ يُؤَمِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ السُّبُلَ، وَيُجَاهِدُ بِهِ الْعَدُوَّ، وَيَجْبِي بِهِ الْفَيْءَ، وَتُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ، وَيُحَجُّ بِهِ الْبَيْتُ، وَيَعْبُدُ اللهَ فِيهِ الْمُسْلِمُ آمِنًا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ– 'আলী (রাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেনা আমীর ব্যতীত। তিনি ভাল হৌন বা মন্দ হৌন। লোকেরা বলল, সৎ আমীর বুঝলাম। কিন্তু মন্দ আমীরের বিষয়টি কেমন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তার মাধ্যমে রাস্তা-ঘাট নিরাপদ রাখেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করান, যুদ্ধলব্ধ ফাই জমা করেন, দণ্ডবিধিসমূহ কায়েম করেন, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করান। যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে, যতদিন না তার মৃত্যু এসে যায়'। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও ছহীহ মরফূ' হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'আমীর হ'লেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়' *(বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১)*। -*(সম্পাদক)*।

১৯. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।

ইসরাঈলের মতো মিথ্যা বাহানা তালাশ করে এবং ওযরখাহী করে বলে যে, ইমারত কায়েম করলে দ্রুত সরকার গঠন করতে হবে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হবে এবং শারঈ হুদূদ বা দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা আবশ্যিক হবে ইত্যাদি। অথচ এগুলি ইমারতের জন্য শর্ত নয়।

হ্যাঁ, উক্ত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য ইমারত শর্ত। যা সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ কর্মকালে হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে রয়েছে, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। হাদীছে এসেছে, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করো'।[২০]

দেখুন! তিনজন ব্যক্তি হ'লেও সফরে ও জঙ্গলে আমীর নির্বাচনের নির্দেশ রয়েছে। তাহ'লে সেখানে কোন ধরনের যুদ্ধ, সরকার ও হুদূদ কায়েম হবে?

আসল কথা এই যে, ঐ সকল ব্যক্তি ইমারতকে দুনিয়ার বাদশাহী ও সরকার সমূহের ক্ষমতার উপরে অনুমান করে নিয়েছেন। যা সম্পূর্ণ ভুল। নবুঅতী পদ্ধতিতে ইমারত ও খেলাফত উদ্দেশ্য। যা নিঃস্ব অবস্থায় শুরু হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, بَدَأَ الْإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ– 'ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অচিরেই সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[২১] যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আমীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে না পারবেন, ততক্ষণ তাকে ধর্মীয় বিষয়গুলি জামা'আতবদ্ধভাবে সম্পাদন করে যেতে হবে।

---

২০. বুখারী হা/৭২৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫।
২১. মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

২. খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী?

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবী

(তাঁর প্রবন্ধসমূহ হ'তে গৃহীত)

প্রশ্ন : আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী এবং এর প্রমাণ কি?

উত্তর : প্রথমে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই দলীলগুলিই গ্রহণযোগ্য এবং শক্তিশালী হয়, যার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন থেকে পাওয়া যায়। আর কুরআন মাজীদ সে বিষয়ে কথা বলে।

সামনে স্পষ্ট হবে যে, যে ব্যক্তি এই দলীলগুলিকে পেশ করে এবং আমল করে, সে যথাযথভাবে এবং পুরাপুরিভাবে আমল করার সামর্থ্য রাখে না। অথবা তার উপরে আমল করার ব্যাপারে অলসতা এসে যায়। অথবা ঐ কাজটি যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম করতেন, সেই গতিতে করতে পারে না। তবে অবশ্যই করে। তার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাতে হিম্মত হারায় না। এখন যদি কেউ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, মিয়াঁ! হয় তুমি ঐ গতিতে আমল করো যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন। অথবা ছেড়ে দাও। তাহ'লে এই ব্যক্তি কঠিন ভুলের মধ্যে আছে। বরং সে পাগল। এমন শক্তি কার আছে যে, ছাহাবীদের মতো হুবহু আমল করবে?

যেমন একজন ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার খুশূ-খুযূ ঐরূপ নয়, যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিল। তার ছালাত আদায়ের দলীল কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এখন যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, ভাই তোমার কাছে তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দলীল রয়েছে। কিন্তু তোমার ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুশূ-খুযূর মতো নয় কেন?

তাহলে বলুন যে, কারো ছালাত যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের মতো না হয়, তাহ'লে কি সে ছালাতও আদায় করবে না? না; বরং আমরা এটা বলব যে, আমাদের কাছে দলীল রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন। আমরাও ঐ দলীল অনুযায়ী ছালাত আদায় করি।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সকল শারঈ মাসআলার স্বরূপ এর উপরেই রয়েছে যে, শরী'আতে দলীল মওজুদ রয়েছে। কিন্তু আমল করার ক্ষেত্রে কিছু কমবেশী হয়ে থাকে।

ঠিক এভাবেই ইমারত ও খেলাফতের দলীল ঐগুলিই, যেগুলি ছাহাবীদের ইমারত ও খেলাফতের দলীল ছিল। কিন্তু আমাদের ইমারত ও খেলাফত ঐ শক্তি ও ঐ রূহানিয়াতের মতো নয়। এতে আমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। কারণ হল আমাদের ঈমানী শক্তি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। যার অনিবার্য ফল এই যে, আমাদের সব আমল ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে অনেক কম। কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা ঐ দলীল সমূহ থেকেই দলীল গ্রহণ করি এবং তার উপরে চলেই নিজেদের আমীর ও খলীফা নির্বাচন করি। এই ভূমিকার পর আমি প্রশ্নের জবাবের দিকে আসছি।

ইমারত ও খেলাফত :

ইমারত ও খেলাফতের প্রয়োজন ও গুরুত্ব এত বেশী যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন তখন সর্বপ্রথম ছাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে কোন ব্যক্তি আছেন যিনি এই শরী'আতের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিবেন?

এজন্য দ্রুত আনছার ছাহাবীগণ সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ)-এর নিকটে বনু সা'এদায় বৈঠকে মিলিত হন এবং পরামর্শ শুরু করেন। যখন এই সংবাদ আবুবকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তাঁরা দ্রুত তাদের নিকট গেলেন। আর এখানেই ইমারতের ঝগড়া শুরু হল যে, কে আমীর হবেন? আসলে প্রত্যেক সম্প্রদায় এই কামনা করত যে, আমাদের আমীর আমাদের মধ্য থেকেই হোক। আর তারা অন্যদের নেতৃত্বের ব্যাপারে কবে খুশী হ'ত? ফলে আনছাররা এ কথা বলল যে, একজন আমীর আমাদের হোক এবং একজন আমীর তোমাদের হোক। এতে দ্বন্দ্বও থাকবে না। আনছারদের আমীর আনছারী হোক এবং মুহাজির কুরায়েশদের আমীর কুরায়শী হোক। তখন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, এভাবে কখনই হবে না। বরং আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর। এর জবাবে হুবাব ইবনুল মুনযির বলেন, কখনই নয়। বরং আমাদের একজন আমীর এবং তোমাদের একজন আমীর হোক। তিনি কসম করেন যে, আমরা এটা কখনই মানব না যে, তোমরা আমীর হবে আর আমরা উযীর হয়ে থাকব। এর জবাবে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, 'না, আমরা আমীর হব এবং

তোমরা উযীর থাকো। অবশেষে সবাই আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে এখানেই বায়‘আত করেন এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। অতঃপর সকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন।

ঘটনাটি ছহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় মওজুদ রয়েছে। لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ‘যদি আমি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম’ অনুচ্ছেদের অধীনে এবং ‘আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মর্যাদা’ অধ্যায়ে *(বুখারী হা/৬৮৩০)*।

দ্বিতীয় ঘটনা : যখন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মৃত্যু আসন্ন হ’ল, তখন লোকেরা বলল, আপনি কি আপনার পরবর্তী খলীফা কাউকে মনোনীত করবেন না? তখন তিনি বললেন, إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‘যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আবুবকর তিনি (আমাকে) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। আর যদি আমি মনোনীত না করি তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীফা মনোনীত করে যাননি’।[২২] মূলতঃ আমীর থাকা এতটাই যরূরী যে, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর এই আকাঙ্ক্ষাই সকলে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেন যে, আপনিও কাউকে আমীর মনোনীত করে যান। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি আমি আমীর নিযুক্ত করে যাই তবুও কোন মতানৈক্যের কারণ নেই। এজন্য যে, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। আর যদি নাও করি বরং লোকদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে যাই, তবুও মতভেদের কোন কারণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরে প্রকাশ্যভাবে কাউকে নিযুক্ত করে যাননি। বরং মুসলমানদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে দেন।

মোদ্দাকথা, তাঁর পরে ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐ বুখারীতেই মওজুদ রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ)-এর

২২. বুখারী হা/৭২১৮ ‘আহকাম’ অধ্যায়, ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।

পরামর্শে তাকে খলীফা নির্বাচন করা হয় *(বুখারী হা/৩৭০০ 'ওছমানের বায়'আত-এর ঘটনা' অনুচ্ছেদ)*। বেশী দলীল বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত ফৎওয়া ও বিশ্বাস যে, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের আমীরের প্রয়োজন রয়েছে, ছিল এবং থাকবে।

সামনে গিয়ে আল্লামা তাঁর প্রবন্ধে বায়'আত এবং আমীরের কথা শোনা ও মানার প্রমাণে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি উল্লেখ করেছেন :

1. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১. উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আহ্বান জানালেন অতঃপর আমরা তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা পসন্দে-অপসন্দে, দুঃখে-সুখে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মানব। আর আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না'। তিনি বলেন, তবে যদি তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাও, যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রমাণ মওজুদ থাকে'।[২৩]

চিন্তা করো, এই হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও তুমি তার বায়'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না।

২. قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ قَالَ

২৩. মুসলিম হা/১৭০৯; বুখারী হা/৭০৫৫-৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬।

يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِيْنِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করলেন। ফলে আমরা তাতেই রয়েছি। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে না এবং আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের হৃদয়গুলো হবে মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ’লে কি করব? তিনি বললেন, ‘তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে’।[২৪]

এই হাদীছটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, ইমাম ফাসেক হ’লেও তার আনুগত্য থেকে পৃথক হওয়া যাবে না।...

3. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ

২৪. মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫২); ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২ ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়।

وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

৩. ‘আওফ বিন মালেক আল-আশজা‘ঈ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দো‘আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দো‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে অপসন্দ করবে। কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না’।[২৫]

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বলেন, হ্যাঁ ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, বায়‘আত আবশ্যিক ও অপরিহার্য বিষয়। যে বায়‘আত করে না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে এবং সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশিকে দূরে নিক্ষেপ করে। যেমন-

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

4. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

‘আর যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের আনুগত্যের) বায়‘আত নেই। সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[২৬]

---

২৫. মুসলিম ২/১২৯ পৃ. হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

২৬. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪। অত্র হাদীছের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ‘যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল। সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন প্রমাণ (অর্থাৎ বাঁচার জন্য কোন ওযর) থাকবে না’। -*(সম্পাদক)*।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[২৭]

৬. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কিছু অপসন্দ করবে, সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[২৮]

আল্লাহ আল্লাহ! কত বড় ধমকি এবং কত বড় তাকীদ যে, কোন ব্যক্তি বিনা বায়'আতে মারা গেলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।...

বেরাদারানে ইসলাম!

এ হাদীছগুলি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নয়? হে আহলেহাদীছ জামা'আত! এগুলি কি ছহীহ মুসলিমের হাদীছ নয়? এগুলির মর্যাদা কি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, আমীন জোরে বলা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর চেয়ে কম?

মনে রেখ, আমীন ও রাফ'উল ইয়াদায়েন তো সুন্নাত। আর ইমামের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ সকল মুসলমানকে বিশেষ করে আহলেহাদীছদেরকে তাওফীক দিন!

---

২৭. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯ (৫৫); মিশকাত হা/৩৬৬৮।
২৮. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯ (৫৬)।

ইমামের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতার শামিল :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[২৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর'।[৩০] এ ব্যাপারে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বহু হাদীছ এসেছে। কিন্তু আমি কয়েকটি বর্ণনা করলাম। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সব বিষয়ের দু'একটি হাদীছ মনে রাখে।

আল্লাহ্র অবাধ্যতায় আনুগত্য করবে না :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা অপরিহার্য। যতক্ষণ না আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ ও তার কোন আনুগত্য নেই'।[৩১]

২৯. মুসলিম হা/১৮৩৫; বুখারী হা/২৯৫৭, ৭১৩৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।
৩০. মুসলিম হা/১২৯৮, ১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।
৩১. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوفِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎকর্মে'।[৩২]

দুর্বল ব্যক্তি কি ইমাম হ'তে পারে?

বর্তমানে এ প্রশ্নটাও ঘুরপাক খাচ্ছে যে, যে ইমাম ব্যভিচারীকে পাথর মারতে পারে না এবং চোরের হাত কাটতে পারে না, সে ব্যক্তি ইমাম হ'তে পারে না। এ ব্যাপারে ত্বাবারাণীর একটি হাদীছ তারা পেশ করে থাকেন যে, اَلْإِمَامُ الضَّعِيْفُ مَلْعُوْنٌ 'দুর্বল ইমাম অভিশপ্ত'।[৩৩] স্মরণ রাখা উচিত যে, এই হাদীছটি বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।... তাছাড়া এ হাদীছটি বাস্তবতারও পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। অবশেষে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি অনেক দুর্বল ছিলেন। অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ছিল। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অবশেষে তিনিও জন্মভূমিকে বিদায় জানান *(ছাফ্ফাত ৩৭/৯৯)*। হযরত লূত (আঃ)-এর নিকটে যখন তাঁর বদমাশ সম্প্রদায় শয়তানী করার জন্য আসে, সে সময় তাঁর বাড়ীতে ফেরেশতারা মেহমান ছিলেন। লূত (আঃ) তখন আফসোস করে বলেন, لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় পেতাম!' *(হূদ ১১/৮০)*। একইভাবে নূহ (আঃ) নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 'অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করল, হে প্রভু! আমি পরাজিত। অতএব তুমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*।

---

৩২. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।
৩৩. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯০৫৯; যঈফুল জামে' হা/২২৯২, সনদ যঈফ।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, অধিকাংশ নবীই দুর্বল ছিলেন এবং মুকাবিলা করতে পারেননি। তাহ'লে কি এঁরা সবাই অভিশপ্ত ছিলেন? *আস্তাগফিরুল্লাহ*! আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই।...

এজন্য সত্য-সত্যই বলা হয়,

نیم ملاّ خطرۂ ایمان + نیم حکیم خطرۂ جان

'আধা মৌলভী ঈমানের জন্য বিপদ। আর হাতুড়ে ডাক্তার জীবনের জন্য বিপদ'। বর্তমানের অবস্থা এরকমই।

যদি ইমাম না থাকে তাহ'লে কি করবে?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম, অমঙ্গল আমাকে পেয়ে বসার ভয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো অজ্ঞতা ও

অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তার মধ্যে মন্দ মিশ্রিত থাকবে। আমি বললাম, তার মন্দটা কি? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার দেখানো পথ ব্যতীত অন্য পথে চলবে। তাদের কাজে ভাল ও মন্দ দু'টিই থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো কিছু দাঈর আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'সকল দল-উপদল ত্যাগ করবে। এমনকি মৃত্যু অবধি যদি গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয় তবুও তাই করবে'।[৩৪]

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে যেন বললেন যে, যদি আমীর ও মুসলমানদের জামা'আত থাকে, তাহ'লে তাকে আঁকড়ে ধরো। নতুবা জঙ্গলে গিয়ে বাস করো। সেখানেই থাকো এবং গাছের ছাল-পাতা খাও। যতক্ষণ না মৃত্যু এসে যায়।

---

৩৪. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫১); মিশকাত হা/৫৩৮২।
এটা হ'ল ধমকিমূলক বক্তব্য। কেননা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকপন্থী জামা'আত থাকবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম হা/১৯২০;)*। নিঃসন্দেহে সে দলটিই হ'ল ফিরক্বা নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। তাদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের সাথেই থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।-*(সম্পাদক)*।

আমীরের কাজ :

কম বুঝের অধিকারী কিছু লোক এটা বুঝে রেখেছেন যে, যদি আমীর যুদ্ধ-জিহাদ না করেন, তাহ'লে তিনি আমীরই নন। আর إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়'[৩৫] হাদীছটি পেশ করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে জামা'আত থেকে বাধা দেন যে, মিয়াঁ! ইনি কেমন ইমাম যিনি জিহাদ করেন না? আমাদের এমন ইমামের কি প্রয়োজন, যিনি যুদ্ধ করেন না?

আসলে ..তারা এটা বুঝে রেখেছেন যে, ইমামকে মেনে নেয়ার শর্ত হ'ল, তিনি জিহাদ করবেন এবং তার কাজ দেখে তারপর তাঁকে মেনে নেয়া হবে। এ কথা এমন ধোঁকাবাজি ও বাস্তবতা বিবর্জিত যে, ইলমে হাদীছ ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জানা ব্যক্তিও বুঝতে পারেন যে, খলীফাগণ কি নিযুক্ত হয়েই লড়াই করতেন? (কখনও নয়)। লোকজন কি তাদের ব্যাপারে আপত্তি করত যে, প্রথমে যুদ্ধ-জিহাদ করো। তারপর আমরা তোমার হাতে বায়'আত করব। কখনই নয়। বরং প্রথমে বায়'আত করত। অতঃপর যখন নির্দেশ আসত এবং পরিস্থিতি ও সময় তৈরী হ'ত, তখন যুদ্ধও করত।

তারা কি জানেন না যে, যেদিন আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক ও অন্যান্য খলীফাগণকে আমীর নিযুক্ত করা হয়, তখন কেউ কি এ শর্ত করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা জিহাদ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাদেরকে মানব না। কোন একজনও তো এমন আপত্তি করেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন কি ঐ সকল আলেমের সামনে নেই? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তখন ইমাম ছিলেন না? (অবশ্যই ছিলেন)। তাহ'লে কেন তিনি ১৩ বছর যুদ্ধ করেননি?

এসো আমি বলছি :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ 'ইমাম ঢাল স্বরূপ' এর মর্মার্থ কি?।[৩৬] এর অর্থ যেভাবে ঢালের নীচে থেকে মানুষ যুদ্ধ করে, তদ্রূপ ইমামের অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয়। ব্যস, এতটুকুই।...

৩৫. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।
৩৬. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।

কিন্তু এখানে তো তোমাদের জান কবয হয়ে যায় :

যখন যুদ্ধ ও জিহাদের নাম আসে, তখন তোমাদের জ্বর আসে। আজ বলো তোমরা কোন মুখে কাদিয়ানীদেরকে বলো যে, তোমরা জিহাদ মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছ। তোমরা কাফের হয়ে গেছ। কিন্তু তোমরাও তো সেটা রহিত করে দিয়েছ। তারা বিশ্বাসগতভাবে রহিত করে দিয়েছে আর তোমরা কর্মগতভাবে মিটিয়ে দিয়েছ...। যদি তোমরা এটা বলো যে, আমরা তো জিহাদের প্রবক্তা, অস্বীকারকারী নই। আর কাদিয়ানীরা তো অস্বীকারকারী।

তাহ'লে শোন :

যদি কোন বেছালাতীকে বলা হয়, ভাই ছালাত আদায় করো। এটা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ। তাহ'লে সে কখনো অস্বীকার করে না। বরং কেউ তখন বলে, হুযুর কাপড় পরিষ্কার করে পড়ব। কেউ বলে, মাওলানা ছাহেব জুম'আর দিন পড়ব এবং শুরু করব। কিন্তু অস্বীকার করে না। তাহ'লে তোমরা সব মৌলভী তাকে কাফের বলো।

সে কি অস্বীকার করেছে? সে কি অস্বীকারকারী? (কখনোই নয়)। শুধু আমল না করার কারণেই তোমরা তাকে কাফের বলেছ। তাহ'লে কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা মুসলমান আর বেছালাতী কাফের। (আমীর না মানার ব্যাপারে) তোমাদের কর্মগত অস্বীকারও তো বেছালাতীর মতোই পাওয়া গেল। সুতরাং যে ফৎওয়া বেছালাতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই ফৎওয়া তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা ইসলাম তো সমতারই নাম।

স্মরণ রাখো :

হে মুসলমানগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা একজন আমীরকে মেনে নিবে, ততক্ষণ তোমরা লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। যেদিন তোমরা মেনে নিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ সেদিন তোমরা নিজেদের জীবনের স্বাদ পাবে। এসো সবাই মিলে এবং নিজেদের সকল শক্তিকে একত্রিত করে গোলামীর অভিশাপকে মিটিয়ে দেই। আমীন!

'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া,
জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া;
ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া' (ওমর (রাঃ)।

৩. আহলেহাদীছ-এর রাজনীতি : ইমারত ও খেলাফত

প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী[৩৭]

ইসলামী সমাজে আমীর থাকা দ্বীনের ওয়াজিব বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

---

৩৭. অধ্যাপক হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেম, মাসলাকে আহলেহাদীছ-এর অনেক বড় দাঈ ও মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালের দিকে পূর্ব পাঞ্জাবের আম্বালা যেলার রোপাড় তহসিলের ডুগরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি ছিলেন। দেশ বিভাগের অনেক আগেই বাহাওয়ালপুরী 'জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম' (মামূঁকাঞ্জন)-এর খ্যাতিমান শিক্ষকদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন রোপড়ী তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্রাজুয়েশন করেন। পরবর্তীতে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ. করেন। তিনি ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। দেশ বিভাগের সময় তিনি ৯০ হাযার লোকের বিশাল কাফেলা নিয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। এ সময় তিনি একশ' গ্রামের আমীর ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি বাহাওয়ালপুরের এস.ই. কলেজে লেকচারার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি হিজরত করে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে এসে মুহাজির কলোনীতে তার বাড়ীর একটা অংশকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং সেখানে জুম'আ ও জামা'আত কায়েম করেন। এভাবে তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই আহলেহাদীছ মসজিদ তৈরী করেছেন এবং জামা'আত কায়েম করেছেন। তিনি মন-মেযাজে, মেধা-মননে, চিন্তা-চেতনায়, গোপনে-প্রকাশ্যে একজন সাচ্চা আহলেহাদীছ ছিলেন। বাহাওয়ালপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে হাযার হাযার মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। বহু মানুষ তাক্বলীদের বন্ধন ছিন্ন করে কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হয়েছে। পাকিস্তানের প্রফেসর যাফর ইকবাল সালাফী তাঁর দাওয়াতেই ব্রেলভী ও নকশবন্দী তরীকা ছেড়ে আহলেহাদীছ হন। আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অবলীলায় হাতছাড়া করেন।

অত্যন্ত সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী ১৪১১ হিজরীর ৬ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯৯১ সালের ২১শে এপ্রিল রবিবার দুপুর ১২-টার দিকে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। পাকিস্তানের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাক্কিক মাওলানা এরশাদুল হক আছারী তাঁর জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। বহু মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। বাহাওয়ালপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টি। তন্মধ্যে তাক্বলীদ কে খওফনাক নাতায়েজ, আহলেহাদীছ কে লিয়ে দাওয়াতে ফিকর ওয়া আমল, হাম নামায মে রাফউল ইয়াদায়েন কিঁউ করতে হ্যাঁয়, খুতবাতে বাহাওয়ালপুরী (৫ খণ্ড), রাসাইলে বাহাওয়ালপুরী' অন্যতম *(প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ বাহাওয়ালপুরী, খুত্বাতে বাহাওয়ালপুরী (ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান : মাকতাবায়ে ইসলামিয়াহ, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭), ১২-৩০ পৃ.)*।

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلاَيَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لاَ قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلاَ لِلدُّنْيَا إِلاَّ بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لاَ تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلاَّ بِالْاِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِنْ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ-

‘এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, আমীর নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং ইমারত ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না, সমাজ ব্যতীত। আর অবশ্যই সমাজের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে’ *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮)*। তিনি আরও বলেন, ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে ‘আমীর’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’ *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*। সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ করেছেন।[৩৮]

আর ইক্বামতে দ্বীন ব্যতীত মুসলমান মুসলমান নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ- (المائدة 68)-

---

৩৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।

‘তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কোন কিছুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও যে কিতাব (কুরআন) তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ’তে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা কায়েম করবে’ *(মায়েদাহ ৫/৬৮)*। অর্থাৎ তোমাদের কোন দ্বীন ঈমান নয়, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীন কায়েম করবে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া তার জীবন যাপন করা কঠিন। আর মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই সমাজ গড়ে ওঠে। যেখানেই কিছু মানুষ একত্রিত হবে, সেখানে তাদের একজনের আরেকজনের নিকট প্রয়োজন পড়বে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে। যার জন্য ইমারতের নিয়ম-নীতি যরূরী। এজন্যই তিনজন ব্যক্তি যখন সফরে থাকবে তখনও তাদের মধ্যে আমীর নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

বরং মুসনাদে আহমাদে তো এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে ‘আমীর’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’ *(আহমাদ হা/৬৬৪৭)*। অর্থাৎ জঙ্গলে ও সফরেও তিনজন ব্যক্তির আমীর বিহীন থাকা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনজন ব্যক্তির মধ্য থেকেও একজনকে আমীর নির্ধারণ করাকে ওয়াজিব আখ্যা দেয়া প্রমাণ করে যে, (সফরে হৌক বা মুক্বীম অবস্থায় হৌক) যেখানেই কিছু মুসলমান থাকবে, সেখানেই তারা অবশ্যই তাদের জন্য একজনকে ‘আমীর’ নির্ধারণ করবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যেটি দ্বীনের অন্যতম ওয়াজিব বিষয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, সেটাও আমীর ব্যতীত হতে পারে না। জিহাদ যেটা ইসলামের রূহ বা প্রাণ, এটাও আমীর ব্যতীত সম্ভব নয়। মোটকথা আমীর মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমীর ব্যতীত সঠিক ইসলামী সমাজ কায়েমই হ’তে পারে না। যে জামা‘আতে আমীর নেই সেই জামা‘আতের উদাহরণ হল ঐ লাশের মতো যার মাথা নেই। মাথা ছাড়া যেমন দেহ থাকে, সেরূপই অবস্থা আমীর বিহীন জামা‘আতের। ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তো মুসলমানদের একদিনও আমীর বিহীন জীবন অতিবাহিত করা উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হ'লে সর্বাগ্রে খলীফা নির্বাচন করা হয়। এরপর অন্য কাজ হয়। এমনকি তাঁর কাফন-দাফনও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে হয়। এদিকে ছাহাবীদের যারা আমাদের পূর্বসূরী ও প্রথম আহলেহাদীছ তাদের অবস্থা এই যে, তাঁরা আমীর বিহীন একটি রাতও অতিবাহিত করতেন না। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আমীর ছাড়াই সারা জীবন অতিবাহিত করছি। এজন্যই তো বলা হয়, আহলেহাদীছ তো ছাহাবীগণ ছিলেন। যাদের প্রত্যেকটা আমল হাদীছ অনুযায়ী ছিল। যাদের নিকটে ইমারতের নিয়ম-নীতি এত যরূরী ছিল যে, আমীর ব্যতীত একদিন অতিবাহিত করাকে তারা হারাম মনে করতেন। এজন্য আমরা যদি আহলেহাদীছ হ'তে চাই, তাহ'লে আমাদেরকেও ছাহাবীগণের আদর্শের উপর চলে যেখানেই আমরা থাকি দ্রুত আমাদের আমীর নির্ধারণ করা উচিত। যাতে আমাদের জীবন হারাম না হয়ে যায় এবং আমীরের অধীনে জীবন অতিবাহিত হয়। যেমনটা শরী'আতের নির্দেশ।

যেমন আমীর নির্ধারণ করা ফরয এবং আমীর ব্যতীত কোন জামা'আতী যিন্দেগী নেই। তেমনি আমীরের আনুগত্য করা ফরয। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৩৯] তিনি আমীরের আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য এবং আমীরের অবাধ্যতাকে নিজের অবাধ্যতা বলে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম হা/১৮৩৫)*। তিনি বলেছেন, 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১২৯৮)*।

তিনি আরও বলেছেন,

'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা অপরিহার্য। যতক্ষণ না

---

৩৯. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ ও তার কোন আনুগত্য নেই' *(বুখারী হা/৭১৪৪)*।

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎকর্মে'।[৪০] নাওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ। 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[৪১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমীরের আনুগত্যের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৪২]

তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে'।[৪৩]

আমীরের আনুগত্য এত যরূরী যে, তিনি বলেছেন, أَلاَ مَنْ وَلِىَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِى شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِى مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ– 'সাবধান! কারো উপর যদি কোন শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে যদি শাসককে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে, তখন সে যেন তার আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে এবং অবশ্যই আনুগত্যের হাত গুটিয়ে না নেয়'।[৪৪] এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, আমীর

---

৪০. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।
৪১. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; আহমাদ হা/১০৯৫; মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০।
৪২. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
৪৩. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।
৪৪. মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০।

যদি খারাপও হয় তবুও প্রত্যেক নেকীর কাজে তার নির্দেশ মানতে হবে। অবশ্যই তার গোনাহকে খারাপ জানতে হবে এবং গোনাহের কাজ সমূহে তার আনুগত্য করা যাবে না। এছাড়া তার অন্য সব নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

আফসোস তো এই যে, গণতন্ত্রপন্থী আহলেহাদীছরাও নিজেদের সংগঠনে সভাপতিকে আমীরের নাম দিয়েছে। যেটা সরাসরি ধোঁকা। আসলে সে আমীর হয় না। কোথায় শারঈ সংগঠনের আমীর আর কোথায় গণতন্ত্রের সভাপতি। কোথায় আল্লাহ প্রদত্ত ইমারত আর কোথায় দুনিয়াবী সভাপতি। শারঈ সংগঠনের আমীরের আনুগত্যকে তো কুরআন মাজীদও ফরয আখ্যা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভাপতির আনুগত্যকে স্বয়ং গণতন্ত্র এবং তার সভাপতি যরূরী আখ্যা দেয় না। গণতন্ত্রের সভাপতির সম্পর্ক স্রেফ দল বা রাজনীতির সাথে হয়। তিনি শুধু রাজনীতির ময়দানেই আমীর হন। জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু শারঈ আমীর পুরা জীবনের তত্ত্বাবধায়ক হন। তার জন্য ফরয হ'ল, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নিজের জামা'আতের এমন চরিত্র গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ঠিক হয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হন না। কেননা তার দলের সকল সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসেন। ফলে তারা প্রেসিডেন্টের অনুগত হন না। বরং তারা সর্বদা প্রেসিডেন্টের জন্য মাথাব্যথা হয়ে থাকেন। কারণ সকল ক্ষমতা সেক্রেটারী অথবা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে। প্রেসিডেন্ট বেচারা তো একজন অক্ষম সদস্যের মতো হয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে শারঈ আমীর সম্পূর্ণরূপে নিজেই কর্তৃত্বশীল হন। তিনি পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা পদ দেন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকেন। কারো অনুগত হন না। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা

হ'লে কেউ তাদের সেক্রেটারী বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তারা যাকে ইচ্ছা নেতা বানাতেন। যাকে ইচ্ছা সরিয়ে দিতেন। শারঈ আমীরের পরে কারো কোন মতামত থাকত না। সব পদাধিকারী তার নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তার অনুসারী হয়। এজন্য আহলেহাদীছদের বর্তমান আমীরদেরকে শারঈ আমীর বলতে পারি না। আর না তাদের আনুগত্য ফরয। কেননা তারা কুফরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে আমীর হয়েছেন। তাদের সংগঠনও শরী'আতসম্মত নয়, গঠনতন্ত্রও শরী'আতসম্মত নয়। যেটা একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের কাছেও গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না।[৪৫]

হে আহলেহাদীছগণ! এটা কি আফসোসের বিষয় নয় যে, ছাহাবীগণও আহলেহাদীছ ছিলেন এবং আমরাও আহলেহাদীছ। কিন্তু আমাদের ও তাদের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব। ছাহাবীগণের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ছিল, দ্বীনী আগ্রহ ছিল। আমরা এসকল গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ছাহাবায়ে কেরাম দ্বীনী জোশে পাগলপারা ছিলেন। তারা ইসলামের জন্য জীবন দিতেন। আমরা দুনিয়াদার। আমরা গদির জন্য মরি এবং বাতিলের কাছে মাথা নত করি। এ সকল পার্থক্য স্রেফ এ কারণে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ফসল ছিলেন। আর আমরা গণতন্ত্রের ফসল।[৪৬]

---

৪৫. কথাটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা খলীফাগণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁদের অত্যন্ত যোগ্য ও আল্লাহভীরু একটি করে মজলিসে শূরা ছিল। যাদের পরামর্শক্রমে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন। আধুনিক পরিভাষায় তাদের মধ্য থেকে কাউকে সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোন নামে দায়িত্ব বণ্টন করা হয় মাত্র। এর মধ্যে ইসলাম ও কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। -*(সম্পাদক)*।

৪৬. ফিরক্বা নাজিয়াহ ছেড়ে হক-বাতিল না বুঝে বিভিন্ন দলে যোগ দেয়া বা নতুন দল গড়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী মূলক নিম্নোক্ত হাদীছটি স্মরণ রাখুন! -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ– صلى الله عليه وسلم : مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ...– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে

এখন হিজরী চতুর্দশ শতক শেষ হয়ে গেছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। ইসলাম বিকশিত হচ্ছে এবং শেষাবধি তাকে বিকাশমান থাকতে হবে। আমরা যদি এখনো না জাগি এবং নিজেদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন না রাখি, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না। আল্লাহ এই কাজ অন্য কারো দ্বারা নিবেন। আর তখন আমরা আফসোস করতে থাকব। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

বাগদাদের পতনের পর আল্লাহ ইসলামকে নিশ্চিহ্নকারীদের দ্বারাই ইসলামের কাজ নিয়েছেন। তাতার যারা ইসলামের দুশমন ছিল, তারাই ইসলামের পাহারাদার হয়ে গেছে। এজন্য হে আমার ভাই! উঠো। নিজের মর্যাদাকে বুঝ। নিজের দায়িত্বকে পুরা কর। আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে তোমার মর্যাদা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিনিধি হওয়া। তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। নিজের আমল দ্বারা প্রমাণ করো যে, আহলেহাদীছরাই প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারী। এরাই বিশুদ্ধভাবে ইসলামের উপর আমলকারী।

ইক্বামতে দ্বীন আমাদের কাজ। এজন্য তাবলীগও করো, জিহাদও করো। এটাই আহলেহাদীছদের ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত আহলেহাদীছ হওয়ার তাওফীক দিন এবং কুফরীর ফিতনা সমূহ থেকে বাঁচান। -আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন!

॥ অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ ॥

ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়'... *(মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯)*।

যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝা। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদের প্রশ্ন করা হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*। -*(সম্পাদক)*।

৪. উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ইসলামের কর্মসূচী

মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী[৪৭]

খাতামুন নাবিইয়ীন (সর্বশেষ নবী), সাইয়িদুল মুরসালীন (রাসূলগণের নেতা) হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ কর্মসূচী বর্ণনা করেছেন। যার উপর চলে আমরা শুধু পাক-ভারতকে নয়; বরং সারা বিশ্বকে অনন্ত জীবনের পয়গাম দিতে পারি। ইসলামী জামা'আতের ক খ হ'ল ছালাত ও যাকাত। যদি মানুষ একটু চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই তাকে জামা'আতী যিন্দেগীর জোরালো সবক দিচ্ছে। জামা'আতী যিন্দেগীকে আঁকড়ে ধরা এবং বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নবী করীম (ছাঃ) উম্মতকে নিম্নোক্ত ভাবে অছিয়ত করেছেন-

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ

---

৪৭. মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন উঁচুদরের আলেম, মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি ১৩২৩ হিঃ/১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর ছদর বাযারে অবস্থিত দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসায় স্বীয় পিতা মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভীর নিকট তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, নাহু, ছরফ, মানতিক, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করে ১৯২৭ সালে ফারেগ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। অতঃপর উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ পদে বরিত হন এবং ২০ বছর যাবৎ সেখানে ইলমে হাদীছের দরস প্রদান করেন। ১৯৩২ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর আমীর নিযুক্ত হন এবং ৩৪ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন এ জামা'আতের দ্বিতীয় আমীর। ১৯৪৭ সালে তিনি দিল্লী থেকে করাচীতে হিজরত করেন। তাফসীরে সাত্তারী (৬ খণ্ড), ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নুছরাতুল বারী এবং ফাতাওয়া সাত্তারিয়াহ (৪ খণ্ড) তাঁর অন্যতম রচনা। তিনি ১৯৬৬ সালের ৯ই আগস্ট করাচীতে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় (মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান *(করাচী : মারকাযী দারুল ইমারত, জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, জানুয়ারী ২০১০), জীবনী; আব্দুর রশীদ ইরাকী, তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজিমিল উলামা (লাহোর : বায়তুল হিকমাহ, ২০০৪), পৃঃ ২৮৫-২৮৭)*।

أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ... وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ– رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ–

হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম'।[৪৮]

ইসলাম ও জামা'আতী যিন্দেগী :

উক্ত হাদীছ থেকে কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা গেল।-

১. মুসলমানের জন্য সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হ'ল জামা'আতী যিন্দেগী। ইসলাম ও জামা'আত একই বস্তু।

২. জামা'আতী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করা ইসলামী যিন্দেগীকে পরিত্যাগ করার শামিল। অহীর মুখপাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) যার ব্যাখ্যা এটা দিয়েছেন যে, মুসলমান যদি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যায়, তাহ'লে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল।

৩. যারা জামা'আতী যিন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দাওয়াত দেন এবং শরী'আত বিরোধী সন্দেহ-সংশয় পেশ করে জামা'আতে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টি করেন, জামা'আত থেকে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন, আনুগত্যের পরিবর্তে অবাধ্যতার সবক দেন, তিনি আসলে জাহেলিয়াতের জীবনের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন। যার পরিণাম জাহান্নাম।

---

৪৮. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; ছহীহ আত-তারগীব 'ছালাত' অধ্যায় ৩৬ অনুচ্ছেদ ১/২৯২ পৃ.; মিশকাত হা/৩৬৯৪ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

৪. জামা'আতী যিন্দেগী থেকে পৃথক হয়ে জীবন যাপনকারীদের জন্য এতে কঠিন ধমকি রয়েছে যে, এমন অবস্থায় না শুধু ছালাত-ছিয়াম তার মুক্তির কারণ হ'তে পারে, না তার নিজেকে মুসলমান বলা এবং মুসলমান মনে করা তাকে জাহান্নামের আযাব হ'তে মুক্তি দিতে পারে। এমন ব্যক্তি যত বড় দ্বীনদারই হোক, ছওম ও ছালাতের পাবন্দ হোক, তাহাজ্জুদগুযার হোক, চেহারা-ছূরতে শরী'আত পালনকারী হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জামা'আতে ফাটল সৃষ্টি করা থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। বরং সে জাহান্নামের খড়-কুটো।

৫. জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার পর অর্থাৎ জামা'আতী যিন্দেগীতে প্রবেশ করা মাত্রই তার মর্যাদাগত, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব হল জামা'আতী নির্দেশ সমূহ শ্রবণ করা এবং তা মেনে চলা।

৬. জামা'আতী যিন্দেগীর এটা অপরিহার্য দাবী হ'ল, স্বীয় আমীর ও ইমামের নির্দেশের পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য করবে এবং তা বাস্তবায়ন করা ও মেনে নেয়ার মধ্যে ব্যস্ত থাকাকে নিজের দায়িত্ব মনে করবে।

৭. জামা'আতী উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এ পথে অবস্থাভেদে হিজরত ও জিহাদের পরীক্ষা সামনে এলেও।

একটি লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

উক্ত হাদীছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আদেশ দানের সাথে সাথে তাদের উপর নেতার আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটা এ বিষয়ের দলীল যে, জামা'আতের জন্য আমীর থাকা শরী'আতের দৃষ্টিতে একটি প্রমাণিত সত্য। এজন্য এখানে আমীর ও ইমামের উল্লেখ না করে কেবল তার কথা শোনা ও তার আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে। কেননা জামা'আত প্রতিষ্ঠা এবং ইমারত ও ইমামতের উপকারিতা ও ফলাফল কেবল আমীরের কথা শোনা ও তাকে মান্য করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হ'তে পারে।

আর উক্ত হাদীছে এটাকে মুত্বলাক বা সাধারণ নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ হ'ল এই যে, তারা দারুল ইসলামে বসবাস করুক বা দারুল কুফরে, সর্বাবস্থায় তারা

জামা'আত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শরী'আত কর্তৃক আদিষ্ট। আর এটাই হ'ল সেই বাস্তবতা যার ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে দিয়েছিলেন যে, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ– 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[৪৯] অর্থাৎ আমীর ও ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

অতঃপর জামা'আতী যিন্দেগী যেটা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ভাষ্য মতে ইমারতের শারঈ ব্যাখ্যা, তার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা স্পষ্ট করার জন্য যে এটাই হ'ল ইসলামী জীবন, সে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি জামা'আতী যিন্দেগী থেকে নিজেকে বের করে নিল এবং বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিল, সে ইসলামের গণ্ডীকে নিজের গর্দান থেকে ছিন্ন করল। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন থাকার দাওয়াত দিতে থাকল, তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। যদিও সে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং নিজেকে একজন মুসলিম বলে ধারণা করে। অতএব আমীর বিহীন জীবন যে ধরনেরই জীবন হোক না কেন, সেটা ইসলামী জীবন বা জামা'আতী যিন্দেগী হবে না। নিম্নোক্ত হাদীছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মওজুদ রয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে'।[৫০]

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতা, নেতাহীনতা এবং জামা'আত হ'তে পৃথক থাকা কখনো ইসলামী জীবন নয়। বরং এটা জাহেলিয়াতের জীবন। সুতরাং যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

---

৪৯. দারেমী হা/২৫১, সনদ যঈফ। ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য : টীকা-১২।

৫০. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯।

বল্গাহীন জীবন যাপন করল এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। অন্য একটি হাদীছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে,

لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।[৫১]

বুখারী ও মুসলিমের এই বর্ণনাগুলি বিশুদ্ধতার মোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত। কার ক্ষমতা রয়েছে যে, এগুলির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কথা বলে। সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই এগুলির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। উপরন্তু তালখীছুল হাবীর গ্রন্থে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর মুসনাদ সমূহ থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে, যেটি ব্যাখ্যামূলক। যার শব্দগুলি নিম্নরূপ-

مَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ–

'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার কোন আমীরে জামা'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হল'।[৫২] এ সকল বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে আমীরের অপরিহার্যতার উপর বিশ্বস্ত প্রমাণ। এগুলির মাধ্যমে আমীর থাকার তাকীদ পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। সুতরাং বুঝুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

---

৫১. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৬৮।

৫২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর হা/১৭২৭; হাকেম হা/২৫৯, হাদীছ ছহীহ।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০২	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৩	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৪	নবীদের কাহিনী-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৫	নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)]	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৬	তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৭	ফিরক্বা নাজিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৮	ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
০৯	জিহাদ ও ক্বিতাল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১০	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১১	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১২	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৩	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৪	জীবন দর্শন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৫	দিগদর্শন-১ ও ২	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৬	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৭	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৮	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২০	শবেবরাত (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২১	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২২	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৩	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৪	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৫	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৬	ইনসানে কামেল (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৭	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৮	ছবি ও মূর্তি (২য় সংস্করণ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
২৯	ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩০	হিংসা ও অহংকার	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩১	বিদ‘আত হতে সাবধান (আরবী) -শায়খ বিন বায	অনু : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩২	নয়টি প্রশ্নের উত্তর (আরবী) -শায়খ আলবানী	অনু : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩৩	Salatur Rasool (sm)	Muhammad Asadullah Al-Ghalib
৩৪	Ahle hadeeth movement What & Why?	Muhammad Asadullah Al-Ghalib

Contents